Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.115-128
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলা রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানের গঠনশৈলীর অভিনবত্ব

হামিদা খাতুন
গবেষক, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract:

Stylistic is a new method of literary criticism. Stylistic made a bridge between literary criticism and linguistics. It is the scrutiny and explication of texts from a linguistic point of view. It endeavours to explain how texts insinuate meaning, how readers generate meaning and why readers react to texts in the way that they do. Stylistics analysis is elucidation and appraisal of literary style. Style is recurrently depicted as the outfit of thought, the preference between diverse expressions, a set of unique characteristics and also the associations involving linguistic units further than the sentence level. Linguistic deviations are the essential components of poetic style which chiefly contribute to metaphorical and symbolic use of language, and promote the uniqueness of expression in poetry. A poem conceals lot more than what it reveals and it bears the most efficient and gracefully sensitive use of language. Foregrounding is the pulse of poetry, though it reproduces unusual diction. Having the charm of striking and accurate details, the concrete but unusual diction provides lucidity to abstract feelings. Diverse emotional shades and their meanings congregate into foregrounding. All these stylistic tools add to the originality of expression of a poet. The stylistics wants to discover the language of the composition and its texture, the author and his contemporaries and society. According to stylistics, literature is a one kind of artistic art.

Our discussion period is fifteenth to eighteenth century. In this time those muslim romantic poetry was composed we will discuss the style of these poetry.

Key word: Style, Stylistic, linguistics, literary criticism, muslim romantic poetry.

ইংরেজি Stylistic শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় শৈলীবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এটি সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির একটি নতুন শাখা। শৈলী লেখকের দ্বারা সচেতনভাবে অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত এক ভাষাগত উপায় যার সাহায্যে লেখক এবং পাঠকের অভিপ্রেত যোগাযোগ ,করা হয়। সাহিত্য সমালোচনাতত্ত্ব আর ভাষাবিজ্ঞান- এই দুটি স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনা করেছে শৈলীবিজ্ঞান। শৈলীবিজ্ঞানী রচনার ভাষা এবং তার বুনোট থেকে লেখক ও তাঁর সমকাল এবং সমাজকে আবিষ্কার করতে চান।[১] শৈলীবিজ্ঞানীদের মতে সাহিত্য একপ্রকার বাচনিক শিল্প। বাচনিক শিল্পের প্রকৃত অবস্থান কোথায় তাই অনুসন্ধান করেন শৈলীবিজ্ঞানী।

কাব্য কীভাবে রচিত হয় এ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকরা ভেবেছেন। প্রথমে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে শৈলী বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছিল তা নিয়ে আলংকারিকরা আলোচনা করেছেন। সংস্কৃত আলংকারিকরা কাব্যশৈলীকে 'রীতি' বলেছেন। আলংকারিক বামন 'রীতি'কে কাব্যের আত্মা বলেছেন। 'রীতি' বলতে বামন বুঝিয়েছেন পদ রচনার বিশিষ্টতাকে -

বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ[২]

পদ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে গুণযুক্ত হয়ে। অর্থাৎ কোনো কাব্যে এমনভাবে শব্দসংযোজন ও অর্থের সন্নিবেশ ঘটাতে হবে, যাতে সেই কাব্য বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। রীতির সঙ্গে পদের বিশিষ্ট হয়ে ওঠার যোগ আছে বলেই সংস্কৃত আলংকারিকদের আলোচনায় পাশ্চাত্য স্টাইল এর পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

প্রাচ্যের রীতিই হচ্ছে পাশ্চাত্যের স্টাইল। এই স্টাইল বা শৈলীবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে পাল সিম্পসন বলেছেন-

> *The branch of linguistic study which is primarily concerned with this integration of language and literature.....a method of analyzing works of literature which proposes to replace the subjectivity and impressionism of standard criticism with an objective or scientific analysis of the style of literary texts.* [৩]

ভাষার ক্রমের ব্যতিক্রম বিচারই হচ্ছে স্টাইলের ধর্মরূপতত্ত্ব ও ,এই ভাষা বিচার করতে হলে ধ্বনিতত্ত্ব , শব্দতত্ত্বের আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। শৈলীর বিশ্লেষণ শুরু করতে হয়বয়ানের গঠনের মাধ্যমে। বয়ানের ভাষাবিশ্লেষণের মাধ্যমে শৈলীবিজ্ঞানী সেই রচনার অবয়বকে আবিষ্কার করেন। বয়ানের অবয়ব বিশ্লেষণ ছাড়াও অনেকে সাহিত্যে প্রতিফলিত সমাজ ও কাল বিশ্লেষণ করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে শৈলী হচ্ছে লেখকের ভাষা প্রয়োগের নিজস্ব রীতিপ্রকৃতি-। তবে শুধু বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নয় নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে এক বা একই ধরনের ভাষা ব্যবহারকারী গোষ্ঠীও গড়ে তুলতে পারে তাদের নিজস্ব ভাষাশৈলী। রচনা স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে প্রয়োগ রীতির অভিনবত্বে। কোনো বিশেষ রচনারচয়িতার সামগ্রিক রচনাসম্ভার অথবা একটি , বিশেষ যুগের একাধিক রচনা লেখকের স্বকীয়তায় হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র।[৪]

আমাদের আলোচিত কাব্যগুলির রচনার সময়কাল হচ্ছে পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়ে যে সকল কাব্য রচিত হয়েছে সেগুলি মধ্যযুগের কাব্যধারার অন্তর্গত। এই সময়ে রচিত কাব্যগুলির গঠনগত দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কাব্যগুলি অনেকটা মঙ্গলকাব্যের অনুসারী। যুগরুচির কারণে কবিরা যুগশৈলীকে উপেক্ষা করতে পারেননি। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের এই ধারার কাব্যের গঠনশৈলীর অভিনবত্ব নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

শৈলীগত আলোচনায় যেসব বিষয়ের উপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছি তা হল-

১। সংগঠন বিচার :ক(সামাজিক পটভূমি ও সামাজিক প্রসঙ্গ
খ(আঙ্গিক ও কাহিনি পরিকল্পনা
গ) আখ্যান গঠন
২। ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক সংগঠন
৩। বাক্যিক সংগঠন ও শৈলীবিচার
৪। ভাষা

৫। যুগশৈলী

১। সংগঠন বিচার

ক) সামাজিক পটভূমি ও সামাজিক প্রসঙ্গ: বাংলা মুসলমানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের পটভূমিতে যদি আমরা সমাজ জীবন বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে, এই ধারায় বাংলা সাহিত্যের মধ্য এবং আধুনিক যুগের একত্র সমন্বয় ঘটেছে । এর প্রথম পর্যায়ে আছে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালির জীবনযাত্রার ছবি। দ্বিতীয় পর্বে প্রতিফলিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলার সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণের পর বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর ঘটে। বাংলায় শুরু হয় মুসলিম শাসন। বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয় থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয় পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান শাসনের যুগকে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ের সাহিত্যের মধ্যে সাধারণ মানুষের যে জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় তা দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। একটি ধারায় রয়েছে আধ্যাত্মিক জীবন তথা পারলৌকিক জীবন আর দ্বিতীয় ধারায় প্রবাহিত হয়েছে রাষ্ট্রনীতি শাসিত অর্থনৈতিকরাজনৈতিক তথা ইহলৌকিক জীবন। , -ময়িক রাজনৈতিক জীবনের উত্থানমধ্যযুগের সময়বৃত্তে তাই এমন অনেক রচনাই আছে যেখানে সমসা প্রতিঘাতের পর-সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের ঘাত ,পতনিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক পটভূমির এই দিকটি নিয়ে আমরা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

সামন্ততান্ত্রিক এই সমাজব্যবস্থায় সমাজের শীর্ষে ছিলেন সুলতান। তার সীমাহীন ক্ষমতাজাঁকজমক , ইত্যাদি মানুষের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করত। প্রায় প্রতিটি কাব্যে এই রাজস্তুতি আছে। ধনী মুসলমানরা অতিরিক্ত বিলাসী জীবনযাপন করত। সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। নাগরিক জীবনের পরিচয়ও পাওয়া যায় এসব কাব্য থেকে। রাজাকত। প্রেম বাদশাহদের জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থা- উপাখ্যানমূলক প্রায় প্রতিটি কাব্যে এই যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়।সুন্দরী নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কাহিনি প্রত্যেক কাব্যে দেখা যায়। সপত্নী বিদ্বেষের কাহিনির চিত্রও অনেক কাব্যে বর্ণিত হয়েছে।

খ) আঙ্গিক ও কাহিনি পরিকল্পনা :কাহিনি বয়নের ক্ষেত্রে আমরা দেখি কাব্যগুলির প্রথমে বন্দনা ও কবি পরিচয় থাকেতারপর মূল কাহিনি। , বন্দনা অংশে প্রথমে হামদ ও নাত অর্থাৎ আল্লাহ ও নবীর বন্দনা, এরপর থাকে পীর বন্দনা। এই পীর বন্দনা অংশ দেখে আমরা বুঝতে পারি সমাজে পীরের প্রভাব খুব বেশি ছিল।

পীরস্তুতি-
জাহান পীর মহিমা সাগর ধীর সদর
গৌরবে সৃজিলা তানে বিধি।
পীর স্থির ধীরমতি বীর বলবন্ত
মোহাম্মদ সৈয়দ তনয়।। [৫]

বন্দনার পরে প্রায় বেশিরভাগ রোমান্টিক উপাখ্যানমূলক কাব্যে রাজপ্রশস্তি অংশ আছে। সমাজে সামন্ততন্ত্রের যে প্রাধান্য ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই রাজপ্রশস্তি অংশে।

আওরঙ্গ শাহা দিল্লীশ্বর মহামতি।
অশ্বপতি গজপতি নর নৌকাপতি।।
সহস্রেক ছত্রধারী অধিক তাহান।

পৃথিবী পূজিত শাহা মহাবলবান।।[৬]

এরপর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে কবির আত্মপরিচয় অংশ। কিছু কিছু কাব্যে গ্রন্থোৎপত্তির কারণও বর্ণিত হয়েছে। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলায় ইসলামি সুফিবাদের চরম বিকাশ ঘটে। এই সুফিবাদের মধ্যে সাধারণ মানুষ খুঁজে পায় তাদের সামাজিক মুক্তি। রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানমূলক কাব্যগুলি এই সুফি মতবাদকে প্রাধান্য দিয়েছে। বেশিরভাগ কাব্যের মূল সুর ছিল সুফি প্রেমতত্ত্ব। তাই আমরা দেখি প্রত্যেক রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কবিরা প্রেমের বন্দনা করেছেন তাদের কাব্যে। যেমন-

১। প্রেম সে পরমতত্ত্ব জানিঅ নিশ্চএ
আদি অন্ত প্রেমেত সংসার উপজএ।
প্রেম সে পরমতত্ত্ব প্রেম সে উত্তম
প্রেম সে মজাএ মন প্রেমে সে জনম।
প্রেমের রস অধিক মধুর জানিয়া
হৃদয়ে ভেদিল মোর প্রেমের অঙ্কুর।[৭]
২। কহ সখা বচন রহিয়াছে কথা।
জন্মিছে প্রেমের মুক্তা ভাবসিন্ধু যথা।।-
ভাবের সাগর মধ্যে যেন দিয়া ডুব।
তুলিলু প্রেমের মুক্তা অতুল অনুপ।।
বিরহ ভোমরে ভেদি মরম তাহার।[৮]

আত্মপরিচয় অংশের পর শুরু হয়েছে কাব্যের মূল কাহিনি। সামন্তযুগে রচিত এইসব কাব্যের বেশিরভাগ কাব্যকাহিনি রাজপরিমণ্ডলের কাহিনি। কাব্যের পাত্ররাজকুমারী। বেশিরভাগ -পাত্রী রাজকুমার-কাব্য অপুত্রক রাজার কাহিনি দিয়ে শুরু হয়েছে। আল্লাহর কৃপা ছাড়া যে কোনোকিছু পাওয়া অসম্ভব তা ফকিরের-দেখাতে গিয়েই কবিরা এসব কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। পরে কোনো দরবেশআশীর্বাদে তাদের সন্তানলাভবিবাহ ও যুদ্ধের কাহিনি অলৌকিক পরিমণ্ডলে উপস্থাপন করা হয়েছে। ,তাদের প্রেম ,

গ(আখ্যানগঠন: রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানের কাব্যগুলিতে আমরা দেখি একই কাহিনির সংবর্তনে গড়ে উঠেছে একাধিক আখ্যান। যেমনইউসুফ জো -লেখার প্রেম কাহিনি প্রথম বর্ণিত হয়েছে কোরাণে এবং বাইবেলে। এই কাহিনিকে প্রথম কাব্যরূপ দিয়েছিলেন ফিরদৌসী। তারপর এই কাহিনি নিয়ে ফার্সি কবি জামীও কাব্য রচনা করেছেন। পরে বাঙালি কবি শাহ মহম্মদ সগীর ও পুথি সাহিত্যিক গরীবুল্লাহ এই কাহিনি নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন।

ইউসুফ ও জোলেখার কাহিনি---→ এনকোডিং→ ১। *ইউসুফ ওয়া জোলায়খা*
২। *মসনভী এ ইউসুফ ওয়া জোলায়খা*
৩। *ইউসুফ জোলেখা*
৪। *ইউছফ জোলেখা*

সয়ফল মুল্লুক ও বদিউজ্জামালের কাহিনি-→ এনকোডিং→ ১। *আরব্য রজনী* মূল কাহিনি
।২ *সয়ফলমুল্লুক ও বদিউজ্জামাল*
৩। *ছয়ফল মুল্লুক ও বদিওজ্জামালের পুথি*

লায়লী মজনুর কাহিনি→ এনকোডিং→ ১। *আরব্য কাহিনি*

২। *লায়লী মজনু*
৩। *দেওয়ানা মজনু*

মধু মালতীর কাহিনি→এনকোডিং→ ১। *কিসসা এ মধুমালত কুঁওর মনুহর*
২। *মিহর ওয়া মাহ*
৩। *মিকা ওয়া মনোহর*
৪। *মধু মালতী*
৫। *মনুহর মধুমালতী*

একই কাহিনি লেখক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন কবি একই কাহিনিকে নিজেদের দেশ কাল অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি কাব্যের আখ্যান প্রকৃতি অনেকটা একই রকম অর্থাৎ বিভিন্ন আখ্যানের ভিতরকার কাহিনিসূত্রটির মধ্যে মিল আছে। এসব কাব্যের মূল সুর যেহেতু প্রেমসাধনা তাই প্রেমকে লাভ করার জন্য প্রেমিকপ্রেমিকার কঠোর সাধনার কথা ব্যক্ত - -করেছেন কবিরা। কাব্য কাহিনিগুলির প্রকৃতিতে নিম্নরূপ ক্রম আমরা দেখি

লক্ষ→সাধনা→প্রতিবন্ধকতা→প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি।/

বেশিরভাগ প্রেম উপাখ্যানমূলক কাব্য মিলনাত্মক হলেও কখনো কখনো কিছু কাব্যে দেখা যায় অপ্রাপ্তি ও বিচ্ছেদ। এপ্রসঙ্গে লায়লী মজনুর প্রেমের কথা বলা যায়।-

যথ হৈল পরমাদ জীবনে নাহিক সাধ
র বিনাশ।তুমি বিনু আমা
হাহাকার শব্দ করি লায়লীর নাম ধরি
ততক্ষণে তেজিলা জীবন।।
ভাবিয়া লায়লী নেহা মজনু তেজিল দেহা
পড়িয়া রহিলা গোর ঠাঁই।[১০]

রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলিতে যে প্রেমের উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি তা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তবতার স্পর্শমুক্ত। তবে এই প্রেমের শক্তি প্রবল। প্রেমের পরীক্ষায় সর্বস্ব ত্যাগ ,দুঃসাহসিক অভিযাত্রা ,বিপদবরণ , নায়িকার মধ্যে দেখা -প্রয়োজনে মরণকে উপেক্ষা করবার প্রয়াস এসব কাব্যের নায়ক ,সংগ্রামশীল জীবন যায়।

রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানমূলক কাব্যের বারমাস্যা অংশের বর্ণনা এই কাব্যধারার একটা বিশেষ আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্য। বেশিরভাগ কাব্যের বারমাসি অংশ উক্তিপ্রত্যুক্তিতে রাগের -প্রত্যুক্তিমূলক। উক্তি- -নির্দেশ আছেসুতরাং এগুলি যে গেয় তা বোঝা যায়। এইসব বৈশিষ্ট্যের জন্য এই কাব্যগুলিকে আমরা নাট্যধর্মী কাব্য হিসেবেও অভিহিত করতে পারি। *লোরচন্দ্রাণী* কাব্যে অংশে ময়না ও 'ময়নার বারমাস্যা' প্রত্যুক্তির মাধ্যমে ময়নার বিরহ জ্বালা তুলে ধরেছেন।-মালিনীর উক্তি

জনম দুখিনী তুঞি রাজার দুহিতা।
বিফলে সে নাম ধর লোরের বনিতা।।
. .....
মালিনী কি কহব বেদন ওর

লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর।।[১১]

২। ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক সংগঠন

ধ্বনিতাত্ত্বিক সংগঠন: শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ একটা অন্যতম কৌশল। পাশ্চাত্য Phonetics প্রবক্তা David Crystal ধ্বনিকেন্দ্রিক শৈলীবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন -

> That branch of stylistics which investigates the expressive function of sounds.[১২]

অর্থাৎ ধ্বনির বিন্যাসের সঙ্গে লেখক এবং পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক সংযোগ কিভাবে গড়ে ওঠে তা ,বিশ্লেষণ করাই ধ্বনিকেন্দ্রিক শৈলীবিচারের মূল লক্ষ্য। ধ্বনির পুনরুক্তিধ্বনির সমান্তরতা ধ্বনিকেন্দ্রিক , শৈলীবিজ্ঞানের অন্যতন বিচার্য বিষয়। ধ্বনির সংগীত আখ্যানধর্মী কাব্যের একটা বড় গুণ। ধ্বনির পৌনঃপুনিকতা, স্বরধনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সুষম বিন্যাস এবং পরস্পর সংলগ্নতা গড়ে তোলে ধ্বনির সংগীত। ধ্বনিবিন্যাসের মাধ্যমে বিশেষ ভাবেরও প্রকাশ ঘটতে পারে। যেমন স্বরধ্বনির আধিক্যে কোমল ভাবের বিস্তার ঘটে আবার ব্যঞ্জনধ্বনির বিন্যাসে উদাত্ত গাম্ভীর্যের বিকাশ ঘটায়। আবার ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার শ্রুতির এক ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করে পাঠকের মনোভূমিতে কবিতার মাধ্যমে গড়ে তোলে বাকপ্রতিমা। ,

ধ্বনিবিজ্ঞানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ধ্বনিগত রূপান্তর। অনেকসময় স্বরভক্তি ,শব্দের সরলীভবন , কখনো বা ব্যঞ্জনের ,স্বরাগম ইত্যাদি ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে কবি দলকেন্দ্রিক ভারসাম্য তৈরী করেন বদলে স্বরধ্বনির প্রাচুর্য ঘটিয়ে শব্দকে করে তোলেন শ্রুতিমধুর। ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় আমরা যেসব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি তা হল-

ক(ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার
খ(ধ্বনিকেন্দ্রিকতা
গ(দলগঠনের বিশিষ্টতা
ঘ(মিলের সংগঠন
ঙ(চরণান্ত ও পর্বান্ত মিলের বৈশিষ্ট্য
চ(ধ্বনিগত রূপান্তর

ধ্বনিগত এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের আলোচিত দুই পর্যায়ের রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানমূলক কাব্যেই দেখা যায়। উদাহরণসহ তা আমরা নীচে আলোচনা করেছি।

ক :ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার(কাব্য এবং কবিতায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ যথেষ্ট সংকেতধর্মী। ধ্বন্যাত্মক শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানী Geoffrey Leech জানান-

> In its narrowest and most literal sense, it refers to the purely mimetic power of language—its ability to imitate other (mostly non-linguistic) [১৩]

ধ্বনির সঙ্গে অনুভূতির এক অদৃশ্য মেলবন্ধন থাকেবেশি স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। ধ্বন্যাত্যক কাব্যে তা আরও , শব্দের আশ্রয়ে ধ্বনির অনুভূতির এই প্রগাঢ় যোগাযোগ ঘটে বলেই বিশেষত কবিরা এজাতীয় শব্দ নির্বাচন করে থাকেন। অন্যান্য শব্দের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে ধ্বন্যাত্মক শব্দ অর্থকে সরাসরি শ্রোতা বা পাঠকের দরবারে হাজির করতে পারে। কাব্যের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত হচ্ছে মিলের বাঁধুনি। মিলের এই বাঁধুনির শর্তপালনে ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষায় ধন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ প্রধানত মুখের ভাষায়। আদি মধ্য বাংলায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* গ্রন্থে ধ্বন্যাত্মক শব্দপ্রাথমিক ব্যবহারের--প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনায় শৈলীবিজ্ঞানীরা দুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন

অ :ধ্বনির অনুকারক শব্দ বা প্রাথমিক ধ্বনিবৃত্তি (এই ধরনের ধন্যাত্মক শব্দদ্বৈতগুলি ধ্বনির যথার্থ অনুকরণ অর্থাৎ একই ধ্বনি দুবার উচ্চারিত হয়। পাঠকের কাছে কাব্য শ্রুতিমধুর করার জন্য কবি এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

১। কি হৈল কি হৈল নির্ণ কহিতে ন পারে। [১৪]
২। সত্য সত্য এ বচন নাহিক অন্যথা। [১৫]

আ :এমন শব্দ বা অপ্রধান ধ্বনিবৃত্তি ,ধ্বনির অনুকারক নয় (এই শব্দগুলি ধ্বনির ঠিক অনুকারক নয়ভাবের , প্রকাশক। শব্দদ্বৈত শ্রুতির অতীত অন্য এক ধরনের সংবেদন পাঠকের মনোভূমিতে সৃষ্টি করে। শ্রুতিকে অতিক্রম করে ধ্বন্যাত্মক প্রয়োগ এক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সংকেত। ধ্বন্যাত্মক শব্দ যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করে আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানে তাকেই বলা হয় auditory বা phonesthetic image ।

১। না বুঝএ নিশিদিশি কেমন সমএ।
না জানএ রবি শশী কোথাত উদএ [১৬]
২। কামকলা প্রতিনিত কেলি কলারস সয়।[১৭]

খ(ধ্বনিকেন্দ্রিকতা :ধ্বনির পুনরুক্তি কোনো কোনো কাব্যে বা কবিতায় ধ্বনিতাত্ত্বিক সংস্থান ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটায়। অনেকক্ষেত্রে আবার একক ধ্বনির ব্যবহারও বিশেষ বিশেষ মানসিকভাবের দ্যোতক হয়ে ওঠে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি কিছু কিছু শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিদের ঝোঁক একটু বেশি ছিল। ঐশ্বরিক শক্তিতে অধিক আস্থা যে ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

১। ক্ষেণেক কান্দএ রাজা ভাবি মনস্তাপ
ক্ষেণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি করএ বিলাপ।
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বসে ছটফট চিত
ক্ষেণে কহে ক্ষেণে রহে উন্মাদ চরিত। [১৮]

গ (দলগঠনের বিশিষ্টতা : শব্দচয়নে কবির দুবিশেষ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভিন্ন ভিন্ন শব্দকে নির্দিষ্ট একটি-অক্ষরসমষ্টির মধ্যে বেঁধে কবি বিভিন্ন চরণে শব্দের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করেন। ছন্দের প্রয়োজনে এই ধরনের ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১। তোহ্মার অন্তরে দহে মদন গরলে। [১৯]

ঘ(মিলের সংগঠন :মিল সাধারণত কবিতার একটি অলঙ্করণ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের আগে সব কবিতাই সার্থক হয় মিলের দ্বারা। মিলের মাধ্যমেই গড়ে ওঠে মৌখিক আর লিখিত ভাষার সার্থক মেলবন্ধন। একই ধ্বনি বা বা ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবর্তনের মধ্য দিয়ে মিলের সৃষ্টি হয়। কবিতার অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে চরণের শেষে ভিন্ন শব্দকে আশ্রয় করে ধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবর্তন ঘটে। তবে অন্ত্যমিল ছাড়াও একই চরণের বিভিন্ন শব্দের ধ্বনি বা দলের মধ্যে মিল ঘটতে পারে। এই ধ্বনিমিলকে Geoffrey Leech ছয়ভাগে ভাগ করেছেন। নীচে উদাহরণসহ তা উল্লেখ করা হল-

অ)আদি ব্যঞ্জন মিল: ১। বিকল বিভোল রাজা স্থির নহে বাণী। [২০]
২। মোর মর্মব্যথা যদি পার চিনিবার ।[২]

আ:অন্ত্য ব্যঞ্জন মিল (১। মনের অন্তরে তারা রাখিল বিরোধ। [২২]

২। চলিতে চলিতে গেলা মিশ্র সীমা মাঝ।[২৩]

ই:আদি স্বরমিল (১। আনে আনে দোহানের জুড়াইব নয়ন। [২৪]

২। আগুবারি নিতে আইল পাত্র মিত্র সবে।। [২৫]

ঈ অন্ত্য (স্বরমিল: ১। রাজনিতি সাজ বাজ সব ছিল দেশে।[২৬]

২। এ বুলিআ নিজ রূপ ধরিয়া তুরিত। [২৭]

উ:আদি দল মিল (১। কামের কামান জিনি ভুরুযুগ টান

কামিনী মোহন বাণ কটাক্ষ সন্ধান। [২৮]

ঊ:অন্ত্য দল মিল (১। দিন অবসান ভেল দিনমণি অস্ত গেল

মেলানি পাইল শিশুগণ। [২৯]

এ(চরণান্ত ও পর্বান্ত মিলের বৈশিষ্ট্য :সাধারণ পাঠকের কানে শব্দের ধ্বনিমিল অনায়াসেই ধরা পড়ে। সার্থক মিল বন্ধনে কবিতার বুনোটে একটা সুন্দর প্যাটার্ন গড়ে ওঠে। চরণের সমাপ্তিতে ধ্বনিপুঞ্জের পুনরাবর্তন পাঠকের মনে এক প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। এই প্রত্যাশাই হল ধ্বনিপুঞ্জের প্রত্যাবর্তন।

১। সেই রূপ না দেখিলে পরাণে মরিমু

সেই রূপ গুণি গুণি পরাণ তেজিমু। [৩০]

কূপ মধ্যে যুতী সীলা করি এক ।২ লক্ষ

তাহাতে রাখিছে পুস্প করিআ অসক্ষ। [৩১]

ঙ (**ধ্বনিগত রূপান্তর :**মিল বা ছন্দের প্রয়োজনে অথবা দলগঠনের ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য কাব্যে ধ্বনিগত রূপান্তর প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে। ধ্বনিগত যেসব রূপান্তর রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানে দেখতে পাওয়া যায় -

স্বরলোপ -আপনা অঙ্গেত পৈড় শুভের লক্ষণ। [৩২]

স্বরাগম -এই বিষ আহারে ঠকএ সব বুদ্ধি। [৩৩]

ব্যঞ্জনলোপ -জলিখা আইল ঝাটে আজিজক পাশ। [৩৪]

অপিনিহিতি- অপনিহিতির ক্ষেত্রে সত্যরৈক্ষক <রক্ষক ,তৈক্ষণ <ততক্ষণ ,যৈক্ষ <যক্ষ ,সৈত্য < এসব ব্যব্যহৃত হতে দেখা যায়।

ব্যঞ্জন পরিবর্তন :

১। তান প্রেম অনুভবে সৃজিলা জগত।[৩৫]

তারতান<

২। যান দয়া হন্তে।[৩৬]

যার<যান

রূপতাত্ত্বিক সংগঠন: ভাষাবিজ্ঞানের অভিধানে রূপতত্ত্বের সংজ্ঞায় Hartmann and Stork -বলেছেন -

a branch of grammar concerned with the study and analysis of the structure, forms and classes of words. [৩৭]

রূপতত্ত্ব কোনো ভাষার পদ সংগঠনের অন্তর্নিহিত উপাদান ও তার গঠনবিন্যাস সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা। রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানমূলক কাব্যের শৈলীগত আলোচনায় উপসর্গ-কারক ,বহুবচন , ,বিভক্তি ক্রিয়াপদের ব্যবহার এসব দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১। মধ্যযুগের কাব্যধারায় কবিরা বেশিরভাগ সংস্কৃত উপসর্গের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তাছাড়া তৎসম এবং বিদেশি উপসর্গের ব্যবহারও হয়েছে কোনো কোনো জায়গায়।

বিকুল আকুল হইয়া করিল রোদন। [৩৮]

রহিম আওয়াল ইত্যাদি শব্দে বিদেশী উপসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে। ,করিম ,রাজ্জাক ,

২। কর্ম সম্প্রদানে 'ক' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন' -মোক' ,'তোক' ,'তাক' ,'কন্যাক' ,'কুমারীক ,' 'কাহাক' ইত্যাদি। অপাদানে 'হন্তে' ,'হোন্তে' ,'কোথাত' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। অধিকরণে 'ত' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়।

ক(কথেক কহিতে পারি হীনমতি ভোর লায়লি। [৩৯]

খ(মোকে সত্য কহ তোর মর্মের বেদনা। [৪০]

৩। গৌরবে ও অগৌরবে উভয় বচনে সাধারণ' বর্তমান ও অতীত কালের প্রথম পুরুষের শেষে ,ন্ত' ,'ন্তি' প্রত্যয়যোগে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়েছে। যেমন' ,পালিলেন্ত' ,'দেয়ন্ত' ,'দেয়ন্ত' ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়।

ক(ধাঞি ধরি দেখায়ন্ত নৃপ লোরচন্দ্রে। [৪১]

খছল করি পড়িলেন্ত (খাদের মাঝার। [৪২]

৪। কতৃবাচক সর্বনামের একবচনের ক্ষেত্রে আমিইত্যাদি 'তু' ,'মুহি' ,'আপন' ,'আপনে' ,'তুক্ষি' ,'আক্ষি' , ব্যবহৃত হয়েছে।

কতুক্ষি মোর অন্ধকের লড়ি বিশেষ (। [৪৩]

খ আক্ষি সে পারিব কর্ম সুসার করিতে। (৪৪

৩। বাক্যিক সংগঠন ও শৈলীবিচার

বাক্যরীতির উদ্দেশ্য হল বাক্যিক উপাদানের আনুক্রমিক অবস্থান এবং অন্বয় নিয়ে আলোচনা। যে কোনো সাহিত্যের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় বাক্যিক উপাদানগুলির গুরুত্ব অপিরিসীম। David Crystal বাক্যরীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

> The study of interrelationships between elements of sentence structure, and of the rules governing the arrangement of sentences in sequences.[৪৫]

সাহিত্যের বয়ান নির্মাণে বাক্যিকরীতি প্রয়োগ করা হয় মুলত তিনটি উদ্দেশ্যে-

ক(বিশেষ কোনো তথ্য পাঠকের সামনে বিশিষ্ট করে তুলে ধরা।

খ(বিশেষ কোনো জটিল মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা এবং আবেগ ব্যক্ত করতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যিকরীতির সাহায্য নেওয়া হয়। মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্র তুলে ধরতে লেখক কখনো জটিল বাক্যের আশ্রয় নেনয়সূচক বাক্যের সাহায্য নেন। বিষয় অনুসারেও বাক্যের কখনো আবার প্রশ্ন ও বিস্ম , গঠনবিভিন্ন হয়ে ওঠে। যেমন ছোট ছোট বাক্যের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়কে দ্রুত ও ক্ষিপ্র করে তোলা হয়কখনো বা অসমাপিকা ক্রিয়া বা জটিল বাক্যের সাহায্যে বিষয়ের উপস্থাপনা প্রলম্বিত ,

অবলোপ প্রভৃতি প্রক্রি ,বং খণ্ডবাক্যের ব্যবহারে বিপর্যাসপদগুচ্ছ এ ,শব্দ ,করা হয়। পুনরুক্তিয়ার মাধ্যমেও বাক্য বিষয় এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলক হয়ে ওঠে।

গ (ছন্দ অথবা মিল বজায় রাখতে কিংবা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে বাক্যিক উপাদানের ক্রমের বিপর্যয় ঘটানো হয়।

বাক্যিক আলোচনায় যে দিকগুলি নিয়ে আলোকপাত করেছি-

ক(সম্পর্কিত বাক্যের ব্যবহার:

অনুসারী রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যান→ ১। জেন ছিল তেন আছে থাকিব তেমন। [৪৬]

খ(নেতিবাচক বাক্য প্রয়োগ:

অনুসারী রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যান→ ১। না শুনিলা দুঃখবতী জননীর বোল।
না শুনিলা বিরহিণী উপদেশ বাণী। [৪৭]
২। ভেদ নাহি হএ মোর মুকুতা সুন্দর।
মক্ষী নাহি পড়ে মোর মধুর উপর ।। [৪৮]

গ(প্রশ্নব্যবহার বাক্যের-:

অনুসারী রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যান→ ১। কেমতে পণ্ডিত শুক তুমি হৈলা বন্দী। [৪৯]
২। কোন স্থান হোন্তে কিনি আনিয়াছে দাস।[৫০]
৩। কোনজনে কিনিব কে জানে তার মূল। [৫১]

ঘ(অনুজ্ঞা বাক্য:

অনুসারী রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যান→ ১। ইছুফক নিষেধ করিলা বাপে সার। [৫২]
২। আদেশিল নৃপ যত পাত্র যুবজন। [৫৩]
৩। আজি হন্তে তেজহ চৌআড়ি পাঠশালা। [৫৪]

ঙ(বাক্যিক সংযোজন :একই কর্তার সাহায্যে একাধিক বাক্যের সংযোজন

অনুসারী রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যান→ ১। শতেক ভাবক তোর হোক কদাচিত।
ভাবিনী হৈতে তোর না হএ উচিত।।
কুলের নন্দিনী হৈয়া নাহি কুললাজ।
কলঙ্ক রাখিলি তুই আরব সমাজ।। [৫৫]

৪। ভাষা

নুবাদ বা অনুকৃতির হাত ধরে বাংলা মুসলমানি সাহিত্যে রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানের ধারা এসেছে। আরবি-কাব্যে বিদেশী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় অ হিন্দি থেকে অনূদিত এসব-ফার্সিনেক জায়গায়।

> আঞ্চলিক বুলি যখন সৃজনশীল অনুভূতির ও মনীষা প্রকাশের বাহন হতে থাকে তখন মনের ও মননের গভীরতর ভাবের অভিব্যক্তি দিবার জন্যে মানুষ সর্বক্ষণ শব্দ খুঁজে বেড়ায়। এমনি করে ভাবের অভিধাস্বরূপ শব্দ তৈরী হয়ে চলে অনবরত। ফলে নতুন শব্দ ও কথার সৃষ্টি হয়ভঙ্গিও লাভ করে র-বাচন ,ূপান্তর।

কিন্তু বুলিকে শালীন সাহিত্যের ও মননের বাহন করতে গেলেহাজারে হাজারে ,
পিঠের বিকশিত ভাষা থেকে।-নিতে হয় কাছের ,শব্দ তৈরী করা সম্ভব হয় না[৫৬]

সংস্কৃত ছিল ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতির ভাষাভাষা। রোমান্টিক উপাখ্যানের কবিরা অভিজাত মানুষের , প্রচুর ঋণ নিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা থেকে। রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের প্রথম ধারার কাব্যে তাই তৎসম শব্দের ব্যবহার অধিক দেখা যায়। এই পর্যায়ের কাব্য ভাষা মধ্যযুগের মান্য বাংলা।

৫। যুগশৈলী

শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনাকে যাঁরা বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে প্রসারিত করতে চানতাঁদের অভিমত ব্যক্তিশৈলীর , পাশাপাশি যুগশৈলী চিহ্নিত হওয়াটাও সমানভাবে জরুরী। বিশেষ একজন লেখকের বিভিন্ন রচনা বা কোনো একটি বিশিষ্ট রচনার মূল্যায়নের পাশাপাশি একটি বিশেষ যুগের বিভিন্ন রচনা অথবা বা কোনো রচনার পাশাপাশি সাহিত্যকৃতির বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন। মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের পটভূমি সুবিস্তৃত। এই যুগ পরিসীমায় রচিত সাহিত্যকর্মে সাধারণভাবে যে ভাষাশৈলী গড়ে উঠেছিল তাকেই যুগশৈলী বলা হয়। রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানের যেসব কাব্য পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত রচিত হয়েছে এগুলি রীতিতে রচিত হয়েছে। যুগরুচির কারণে কবিরা যুগশৈলীকে উপেক্ষা করতে 'মধ্যযুগের মান্যবাংলা' পারেননি। যুগশৈলীরযে বিভিন্ন দিকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল -

ক(এই যুগের সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষা এবং লৌকিক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। অধিকাংশ কবির সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য থাকায় কবিদের মধ্যে সংস্কৃত উপমা প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়। আরবিফার্সি শব্দও ব্যবহৃত - হয়েছে।

খ(এই কাব্যগুলিতে নাগরিক জীবন ও সংস্কৃতির ছাপ আছে। লোকিক সমাজজীবন ও লোকাচারের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

গ (এই যুগের প্রায় সব কবি তাঁদের কাব্যে নিজেদের আত্মপরিচয় দিয়েছেন।

ঘ(শব্দদ্বৈতের বিচিত্র ও উপযুক্ত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

ঙ(পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার মধ্যযুগের মান্য বাংলার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানের কাব্যগুলিতেও পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের ব্যবহার অধিক দেখা যায়।

চ(মিলের প্যাটার্ন কাব্য এবং কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগের কবিরা খুব সচেতনভাবে ধ্বনিমিলের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। রোমান্টিক প্রেম উপাখ্যানও তার ব্যতিক্রম নয়।

ছ(প্রায় বেশিরভাগ কাব্য সুর সহযোগে গীত হত। তাই কাব্যের বিভিন্ন অংশে রাগ রাগিণীর নির্দেশ আছে।-

লেখক ,তাঁর রচনা রচনার প্রসঙ্গ এবং পাঠক ,সবকিছুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে সমালোচনার নানা মহল। এই সমালোচনা পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হচ্ছে কাব্য সাহিত্যের নির্মাণশৈলী নিয়ে আলোচনা। রচনার ভাষারূপের পাশাপাশি লেখকের মনস্তত্ত্বপাঠকের অনুভূতির মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি রচনার প্রসঙ্গ , বিন্যাস সম্পর্কে এক সামগ্রিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে শৈলীবিজ্ঞানের পরিক্রমা। এক কথায় রচনার সামগ্রিক রসাবেদন বিচার করে শৈলীবিজ্ঞান। রচনার ভালো মন্দ বিচারবাক্য সবকিছুই ,শব্দ ,তার ধ্বনিতরঙ্গ , শৈলীর আলোচনায় আসে। ভাষার যে সমস্ত উপাদানে রচনা সৃষ্টি হয় তার সব কিছুর বিশ্লেষণই শৈলীবিজ্ঞানের আওতায় পড়ে।রচনার স্বভাব ও লেখকের ব্যক্তিসত্তা নিয়েও আলোচনা করেন শৈলীবিজ্ঞানীরা। শৈলীবিজ্ঞানের এই নানামুখী দিক থেকে আমরা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করে শৈলীগত বিশেষত্ব অনুধাবন করেছি।

উল্লেখপঞ্জি :

১। ভাববস্তুর জন্য দ্রষ্টব্য ,পরেশচন্দ্র মজুমদার ,অভিজিৎ মজুমদার , *বাঙলা সাহিত্যপাঠ শৈলীগত অনুধাবন,* দে ,২০১০ জানুয়ারি ,কলকাতা ,জ পাবলিশিং'পৃ ১২ .

২। অতুলচন্দ্র গুপ্ত , *কাব্য জিজ্ঞাসা,* বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ ,বঙ্গাব্দ ১৪০৯ ,কলকাতা ,পৃ ২১.

৩। Paul Simpson, *STYLISTICS A RESOURCE BOOK FOR STUDENT,* 29 West 35th Street, New York, USA, 2004, p 56

৪। অপূর্বকুমার রায় ,*শৈলীবিজ্ঞান,* দে ,১৯৮৯ জানুয়ারি ,কলকাতা ,জ পাবলিশিং'পৃ ২৩ .

৫। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ৮০

৬।দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *পদ্মাবতী*য়২ , খণ্ড ,কলকাতা ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ ,আলাওল , ২০০২ ফেব্রুয়ারি ,দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ.৭

৭। আহমদ শরীফ দোনাগাজীর (.সম্পা) *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল,*প্রথম সংস্করণ ,ঢাকা ,বাংলা একাডেমী , ১৩৮১, পৃ.২

৮। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু*ন ,য়া উদ্যোগ ,কলকাতা , ২০১২, পৃ. ৮৪

১০। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ১৯০

১১। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* দৌলত কাজি ,কলকাতা ,সাহিত্য সংসদ , ১২১২ ,ষষ্ঠ মুদ্রণ জুন, পৃ. ৮৬

১২। David Crystal, Objective and Subjective in stylistic analysis, London CILT, 1971, p. 13

১৩। Geoffrey Leech, Language in Literature, New York USA, 1988, p.121

১৪। মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণপৃ ,১৯৯৯ ,নভেম্বর ,. ৮১

১৫। আহমদ শরীফ ,(.সম্পা) দোনাগাজীর *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*প্রথম ,ঢাকা ,বাংলা একাডেমী , ১৩৮১ ,সংস্করণ, পৃ. ২৩

১৬। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ১১৮

১৭। ঐ, পৃ. ১৩১

১৮। আহমদ শরীফ দোনাগাজীর (.সম্পা) *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*১৩৮১ ,ঢাকা ,বাংলা একাডেমী , বঙ্গাব্দ, পৃ.৩২

১৯। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* দৌলত কাজি ,কলকাতা ,সাহিত্য সংসদ , ১২১২, পৃ. ৬৩

২০। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *পদ্মাবতী* য়২ ,খণ্ড ,কলকাতা ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ ,আলাওল , ২০০২, পৃ. ৫১

২১। আহমদ শরীফ ,(.সম্পা) দোনাগাজীর *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*১৩৮১ ,ঢাকা ,বাংলা একাডেমী , বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৫

২২। মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯১৬২ .পৃ ,
২৩। ঐ, পৃ১৭৪ .
২৪। মুহম্মদ আব্দুল জলিল ,(.সম্পা)শাহ গরীবুল্লাহ রচিত *সত্যপীরের কথা,* শাহ গরীবুল্লাহ স্মৃতিরক্ষা সমিতি ৩৪ .পৃ ,২০০৯ ,হাওড়া ,
২৫। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা)*লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* দৌলত কাজি ,কলকাতা ,সাহিত্য সংসদ , .পৃ ,১২১২ ৫৮
২৬। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *পদ্মাবতী* ,য় খণ্ড২ ,আলাওল,কলকাতা ,রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ পশ্চিমবঙ্গ , ২০০২২৫৬ .পৃ ,
২৭। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *পদ্মাবতী* ,য় খণ্ড২ ,আলাওল ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ , কলকাতা , ,২০০২ পৃ. ২৫৬
২৮। ঐ,, পৃ২৫২ .
২৯। সৈয়দ মহম্মদ আকবর ,*জেবলমুলুখ শামারোখ* ,ঢাকা সংস্করণ ,বঙ্গাব্দ ১৩৭০ ,পৃ,২৩ .পৃ. ৪৫
৩০। আহমদ শরীফ ,(.সম্পা) দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ,২০১২পৃ. ৯৪
৩১। আহমদ শরীফ মহম্মদ কবীরের (.সম্পা) *মধুমালতী* ,১৩৮৩ ,ঢাকা ,বাংলা একাডেমী ,পৃ. ৩৪
৩২। রাজিয়া সুলতানা ,(.সম্পা) *গুলে বকাওলী,* বাংলা একাডেমী ,১৯৭০ ,ঢাকা ,পৃ. ৪৫
৩৩। মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯ ১৬৬ .পৃ ,
৩৪। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *পদ্মাবতী* ,য় খণ্ড২ ,আলাওল ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ ,কলকাতা , ,২০০২পৃ. ৫২
৩৫। মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯ ,পৃ. ৪৩
৩৬। আহমদ শরীফ দোনাগাজীর (.সম্পা) *সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল*১৩৮১ ,ঢাকা ,বাংলা একাডেমী , বঙ্গাব্দ ,পৃ. ১৩
৩৭। আহমদ শরীফ ,(.সম্পা) দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ৫৫ .পৃ ,২০১২
৩৮। Hartmann, R.R. Stork, *Dictionary of language and linguistics,* Applied Science Publisher, London, 1972, p. 56
৩৯। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম (.সম্পা)খাঁ বিরচিত *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ১৩০
৪০। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা)*লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* দৌলত কাজি ,কলকাতা ,সাহিত্য সংসদ , ১২১২, পৃ. ৪৯
৪১। ঐ, পৃ. ৪৩
৪২। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু* ,নয়া উদ্যোগ ,কলকাতা , ২০১২, পৃ. ১০৭

৪৩। মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৪৬
৪৪। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ১৪১
৪৫। David Crystal, *Objective and Subjective in stylistic analysis,* London CILT, 1971, p. 45
৪৬। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *পদ্মাবতী* ,য় খণ্ড২ ,আলাওল ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ , ২০০২,কলকাতা, পৃ. ৪
৪৭। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু*নয়া উদ্যো ,গ ,কলকাতা , ২০১২, পৃ. ১৩৯
৪৮। সৈয়দ মহম্মদ আকবর ,*জেবলমুলুখ শামারোখ* ,ঢাকা সংস্করণ ,বঙ্গাব্দ ১৩৭০ ,পৃ২৩ . .পৃ, ৬৭
৪৯। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা) *পদ্মাবতী* ,য় খণ্ড২ ,আলাওল ,কলকাতা ,পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ , ২০০২, পৃ. ৮১
৫০। মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ১৯৯৯ ,নভেম্বর ,, পৃ. ১১৭
৫১। আহমদ শরীফ দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত (.সম্পা) *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ১১৫
৫২। মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.), শাহ মহম্মদ সগীর বিরচিত *ইউসুফ জোলেখা,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৬২
৫৩। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (.সম্পা)*লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* দৌলত কাজি ,কলকাতা ,সাহিত্য সংসদ , ১২১২, পৃ. ১৩
৫৪। আহমদ শরীফ ,(.সম্পা) দৌলত উজির বাহারাম খাঁ বিরচিত *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ১০০
৫৫। আহমদ শরীফ ,(.সম্পা) দৌলত উজীর বাহারাম খাঁ বিরচিত *লায়লী মজনু* ,কলকাতা ,নয়া উদ্যোগ , ২০১২, পৃ. ১০১
৫৬। আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য,* নিউ এজ পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১২১